পড়ে থাকা কবিতা

BANGLADARSHAN.COM

অতনু রায়

বাতিঘর

১

দূর পথগামী
নাবিকের তরণী,
ফেলে স্বস্তি–;
নেই বিভ্রান্তি।
পথ সঠিক।
জ্বলে বাতি
সাগর তীরে
দূরে বাতিঘরে।

২

BANGLADARSHAN.COM

কোলাহল দূরে
পথিকের ত্বরে,
বিজন বসন্তে
মাটির সীমান্তে
সমুদ্র গর্জন
শোন প্রতিক্ষণ।
ভানুর প্রখরতা,
বাতাসের তীব্রতা;
প্রলয় ঝঞ্ঝার
বাধা করে পার,
স্থির দিশাতে
থাকো দাঁড়ায়ে,
ধরণীর উপর
একা বাতিঘর।

৩

শতাব্দী ধরে
বিদেশীর ত্বরে
সুদূরেতে চেয়ে,
আছো দাঁড়ায়ে।
সাঁঝ–সকাল
জ্বলছো কতকাল,
নেই বিশ্রাম
নিঃশর্ত এই দান।

৪

শতযুগ পর–
দেখাবে বাতিঘর,
দূরে তরণীকে
জ্বলে বাতি যে,
কোন সাগর তীরে
বিদেশী পথিকে বরে।

BANGLADARSHAN.COM

পলাশীর প্রান্তর

এই সেই পলাশীর প্রান্তর,
ছলনাতে আজও কাঁপে যার অন্তর।
এখানেই বাংলার স্বাধীন সূর্য ডুবেছিল পাটে,
ইংরেজ–মির্জাফরের কুটিল চক্রনাতে;
খুলি লয়ে তাজ বাধিল সিরাজেরে
প্রভুত্ব লোভে সঁপে দিল ধরণীরে।
কত মানুষের রক্তে রাঙানো
পলাশীর ধুলোমাটি;
সেদিন আরো একবার–
ভাইয়ে ভাইয়ে হল কাটাকাটি।
দুদিন পরে হারালি সকলি
ইংরাজ ঘাঁটি গাড়ে,
আপনার ভূমি আপনি হারালি;
আজ মাথা খুঁড়ে মরি।
ইংরাজ আজ গেছে চলি,
ওদেরও তাজ গেছে খুলি;
তবু, সেদিনের চক্রান্তের অন্তর –
ভুলিতে পারেনি আজও পলাশীর প্রান্তর।

BANGLADARSHAN.COM

দ্বীপান্তরের শেষ কারাগার

এসেছ উত্তরসূরী, এসেছ বন্ধু
প্রশস্ত জলরাশি পার করে আমার কাছে।
কতকাল; কতরাত; কতদিন;
বিনিদ্র চোখে কেটেছে আমার –
নিরব, নিঃশ্চুপ। শুধু
নিজের সাথে কথা বলে;
গরাদের ঘণ্টাধ্বনি, সমুদ্র গর্জন
থেমে যায়, হেরে যায়
শিকলের ঐ শৃঙ্খল ধ্বনির কাছে।
উহু! সে আর্তনাদ বড়ো জ্বালাময়!
আলোহীন, বস্ত্রহীন,
অন্নহীন, বাক্যহীন,
দ্বীপান্তরের এই প্রেতপুরী
জীবন্ত গলিত এক মৃতদেহ।
কানে বাজে জুতোর কর্কশতা
বারুদের বিস্ফোরন;
নারীত্ব অবমাননার আর্তনাদ।
দেখ চেয়ে আমার গায়,
কত শহীদের বেত্রাঘাতের রক্তবিন্দু;
শুঁকে দেখ কত নিঃশ্বাস ধ্বনি
পিষে গেছে এই কারাগার অন্ধকারে।
বাইরে কেন বন্ধু? ভেতরে এসো! –
ও, আমার কাছে হতে হবে নীচু?
মাথা তোমার ঝুঁকে যাবে;
নিঃশ্বাস বাধা পাবে।
দ্বীপান্তরের এই অন্ধকার অন্তরালে
যদি কোন বিষাক্ত কীট তার বিষ দেয় ঢেলে;

BANGLADARSHAN.COM

বিশ্বাস ঘাতকের উত্তরাধীকার বলে চেপে ধরে কেউ,
অথবা নিতান্তই সুটবুটে আবর্জনা লাগার ভয়;
দাঁড়াও! দাঁড়াও বন্ধু তবে দুয়ার বাইরে! –
ইতিহাসের পাতা আর ভাষনের বাণী
এসেছ যার হাত ধরে,
ফিরে যাও! ফিরে যাও সাথে তার।
ক্ষমা করে দেবো–
যেমন শ্বেতাঙ্গদের করেছি।
কোন জনমেতে যদি পারো,
দুফোঁটা হৃদয়ের জল
আর প্রবাহমান রক্তঋণ নিয়ে আসতে;
এসো।

BANGLADARSHAN.COM

শেষ রাত্রি

হে দশানন, রাক্ষসরাজ
কিসের ত্বরে চিন্তা তব আজ?

কে হইবে উত্তরাধীকার মোর,
রণক্ষেত্র থেকে যদি নাহি ফিরি আর?
কে করিবে শাসন প্রজার,
উড়িবে কি মোর ধ্বজা আর?
মন্দোদরী–সে যে নারী;
বিভীষণ–সে মোর বৈরী!
তবে কি মোর লঙ্কায়
বাজিবে অন্ধকারের ডঙ্কা?
কে জ্বালাবে মোর চিতা –
না রইল আপন ভ্রাতা?
পুত্র ছিল মোর মহান
শত্রু নিধনে ত্যাজিল নিল প্রাণ
আমি রাক্ষসরাজ রাবণ
কেমনে ভুলিব সে অপমান;
রাম অনুজ সূর্পনখায় ক্ষত দিল,
রাম এসে মোর বিভীষনে কেড়ে নিল!
আমার ভাবনা আমার প্রজা
কে হইবে এদের পিতৃসম রাজা?
হে বিধাতা, একি পরিহাস তব –
লঙ্কার তাজ কাল কাহারে দিব?
কেন জানি না উত্তর আগামী প্রত্যুষের?
পাই না কেন জবাব ভবীষ্যতের?
যার হুঙ্কারে কাঁপে ত্রিভূবন,
কিসের লাগি আজ আমার চিন্তন?
আমি বীর, বাহুবলে জিতিব রণ

BANGLADARSHAN.COM

মুছে ফেলি দুর্বলতার দহন।
যদি নাহি ফিরি আর,
ইতিহাস জানাবে আগামীকে তার।
হে নিশীথ রাত্রের দেবী,
আসুক আলোক কিরণ তোমারে ভেদি।

BANGLADARSHAN.COM

যাযাবর

আমি যাযাবর,
ছেড়েছি নিজ ঘর।
পথকে করেছি আপন
চলাই আমার জীবন।
চলেছি ছুটে শেষ থেকে শুরুতে,
ছুটে চলি গিরি থেকে মরুতে।
পার করি কত গ্রাম-নগর
আর করি পার নীলসাগর।
দেখেছি কত মানুষের জাত
আর দেখেছি ফসলের রাশ।
ছুটেছে হেথায় ছুটেছে হোথায়
মানুষ চলেছে কিসের আসায়?
দেখেছি কত ব্যবধান ভাষা,
সাথে দেখি চাওয়া না পাওয়ার আশা!
দেখেছি সূর্যদয়
দেখেছি মানুষের জয়।
এতঘুরে আমি ক্লান্ত আজ।
আজও থামেনি তবু হানাহানির সাজ।
ভেঙেছে বুকের সকল আশা
কোথায় পাবো শান্তির বাসা?

BANGLADARSHAN.COM

প্রতীক্ষা

ও ঘাটে ভিরাবো না মোর তরী
ও ঘাটের জল পঙ্কে ভরি।
ভিরাবো তরী সেই ঘাটে
যে জলেতে আমার ছবি ভাসে।
স্বচ্ছ নির্মল জল,
নয়নে নয়ন মিলিবে অতল;
ভাসিবে আমার ছবি তার অন্তরে
তরী মোর ভিরাবো সেই তীরে।
দিবস কাটে যত কাটুক।
সূর্য ডুবে আবার উঠুক।
বাহিব আমি আমার তরী
সময়ের কলস যাক্ ভরি
রবো চেয়ে সে তীরের সন্ধানে
বাধা পড়িবে তরী যার বন্ধনে।
প্রতিক্ষায় যদি যৌবন যায়,
তাতে কী বা আসে যায়,
মিলিবে হৃদয় হৃদয়েতে
যদি বা নাই কায় থাকে সাথে।
ভিরাবো তরী সেই ঘাটে
যে জলেতে আমার ছবি ভাসে।

BANGLADARSHAN.COM

রাত্রি

আকাশ রাঙাইয়া সূর্য গেল পাটে
তরী বাঁধে মাঝি সব নদীর ঘাটে ঘাটে।
ফুরালো রে দিন, নিভল আলো
সান্ধ্যগ্রামে সাঁঝেরদীপ জ্বালো।
আঁধার নামিয়াছে ঐ মাঠের পরে
ডাকে ঝিল্লির স্বর, জোনাক ঘোরে।
দিনের ক্লান্তি ঘোচে আঁধার ঘরে
দস্যি ছেলে ঘুমায় মার কোলের উপরে।
উঠিল চাঁদমামা তারকার সাথে
সোর গোল থেমে গেল আঁধারের কাছে।
ঘরেতে জ্বলে দীপ ক্ষীণ সে আলো,
চাঁদের কিরণ ছাড়া সব কালো কালো।
আঁধারেতে গ্রামখানি স্তব্ধ বাক্যহীন।
স্তব্ধ রাত্রি সকল ক্লান্তিহীন
মাঝে বাজে শুধু শেয়ালের বীন।
রাত্রি তুমি দিয়াছ সকলের ঘুম
একাকী রানার ছোটে নয় সে নিঝুম।
রাত্রির সাথে রানারের চলে ছোটা,
রাত শেষে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে বারতা।
রাত্রি তুমি হতেছ বিলীন
পূবাকাশে ফোটে ঐ ব্যস্ত দিন।
আবার কখন আসবে রাত্রি
ক্লান্তি মুছাবে সকল রাত্রি।

BANGLADARSHAN.COM

তথাগত

হে মহামানব, শান্তির পথিক
বিশ্বমাঝে শাশ্বত প্রদীপ;
হিংসা-বিদ্বেষ রক্তাক্ত পৃথিবী পর
হে মহাজীবন, আবির্ভাব তোমার।
কতযুগ আকণ্ঠ পাপ ধরে
গলিত নরকসম জীবনের পরে,
হে মহাত্মা, দিলে তুমি ডাক,
অহিংসা–শান্তি মানব হৃদয়ে বিরাজ।
ক্ষুদ্র বৈশালী থেকে জম্বুদ্বীপ বিস্তারিয়া
সুউচ্চ গিরি বারি তুচ্ছ করিয়া
পাঠালে বিশ্বমাঝে তোমার বাণী,
শাস্ত্র নামায়ে প্রসারিত করো দুই বাহুখানি।
আপন রক্তে রাঙানো অসি
দেয় না শান্তি; আনে বিদ্বেষ–অশান্তি।
দূরাত্মা অশোক মহাত্মা তব চরণে
রক্তাক্ত ধরণীরে বসালো শান্তির আসনে।
হে মহামানব, তব পরশে ধন্য ধরা
জেগেছে মানুষ মানুষের ত্বরায়।

BANGLADARSHAN.COM

আশীর্বাদ

জয় হউক, জয় হউক –
আপ্লুত ধ্বনিতে সৌরাকাশ,
পরম প্রাপ্তি আমার
দীন ভিখারীর আশীর্বাদ।

দ্বারে দ্বারে ভিখ মাগে,
দিনের ত্বরে দুমুঠো অন্ন
কভু পায় গলি, কভু শূণ্যতা
জয়ধ্বনি তবু হয় না শূন্য।

কত সামান্য চাহিদা তার
একমুঠো চাল, একটি পয়সা,
এত অল্পে পূর্নে সাধ
এই সহিষ্ণুতার উৎস কোথা?

BANGLADARSHAN.COM

ঔদার্য চিত্তে বিলায়ে তার
সে অন্নর প্রতিদান
জয় হউক গৃহস্থ তোমার
অন্ন যে মোরে করেছ দান।

হে দাতা, মাগি আর্শীবাদ
গৃহস্থের লাগি আমার নয়,
অন্ন সেদিন দিয়েছিল প্রাণ
ঋণ সে শুধিতে গাহি তার জয়।

সঙ্গম

হে জলধিরাজ সিন্ধু,
পতিত উদ্ধারী পাবনী আমি
স্বর্গ ছেড়ে ভূমি পরে
এসেছি তোমাতে মিলিতে।
হে গঙ্গাঁ, যদি ও তুমি দেবী; তবুও পাবনী।
আমি জলধিরাজ, তব কলঙ্কে হব কলুষিত।
ঐ দেখো, কত নির্মল জলধারা
আসছে মোরে মিলিতে।
পথ ছাড়ো গঙ্গেঁ –
একি! নির্মল জলধারা দূরে থেমে গেল কেন?
নিকটে আসিয়া আমাতে মিশিল না কেন?
হে, নির্মল জলধারা তোমাতে মিলিবার হেতু
দেখো পাবণীকে রেখেছি দূরে।

BANGLADARSHAN.COM

হে জলধিরাজ সিন্ধু,
মোরা নির্মল জলধারা, তুমি সৈন্ধব্য
তব স্পর্শে হব মোরা জর্জরিত।
বৎসরান্ত প্রতিক্ষায় সিন্ধু পূজে নিজ দেবতায়,
গঙ্গাঁ বিনা কেহ মোরে মিলিতে না চায়!
গঙ্গাঁ পাবণী–এখন উপায়?

হে জলধিরাজ সিন্ধু,
গঙ্গাঁ জটাধারী। পতিত উদ্ধারী।
তোমাতে মিলিলে তুমি হবে ধন্য;
সে হবে মহামিলন
কলঙ্কহীন সঙ্গম।

অন্ধকার

কি ভীষণ অন্ধকার!
কখন ফুটিবে আলো আবার?
অন্ধকার কালো ঘন বিবর্ণ–
যেন জীবনের চরম বিপর্যয়।
আমি বলি, সে বড় শান্ত
যেমন ঘুমায় দস্যি ছেলে
মার কোলের পরে।
অন্ধকারে সকলই হারাই
জীবন ও পথের দিশা।
ওগো, কে আছো কোথায়,
ভাঙি দাও তারে-
জ্বালাও আলো ঘোচাও অন্ধকারে।
আমি বলি, আলোতে পাবে অন্তরাল
অন্ধকারে নাই সে জাল।
কেন মিছে তারে ত্যাজো
আপন হৃদয়ে তাকে বাঁধো।
অন্ধকার রয়েছে বলে,
আলো আসে ফিরে চলে,
নইলে আলো হারাতো
এ সাধের জীবন ফুরাতো।

BANGLADARSHAN.COM

গাছ কথা বলে

মজবুত পেশী হাতে শক্ত কুঠার
আঘাতের পর করে আঘাত।
সারি সারি দাঁড়িয়ে থাকা
চেনা অচেনা গাছের গায়!
রক্তপাত বিনা, আর্তনাদ হীন
একের পর এক মাটিতে লুটায়।
হৃদয় দিয়ে শোন, তার কথা –
গাছ কথা বলে;
কবে যেন বলেছিলেন আচার্য বসু,
আমার মত তার ও প্রাণ আছে?
তার নিঃশব্দ কথা বলা; কোথায়?
ক্ষয়ে ক্ষয়ে আজ আমরা গড়েছি
অবক্ষয়ের পাহাড়!
তার শিখর চূড়ে দাঁড়িয়ে কাটি নিজের মা কে;
গাছ, সে তো সহদরা।

BANGLADARSHAN.COM

ছোট্ট জিজ্ঞাসা

খোকা কেঁদে মাকে শুধায়,
সবাই বলে বাবা কে?
কোথায় গেছে? আসবে কবে?
পল্টুর বাবার মত রবিবারে?
কি আনবে রেলগাড়ি?
কাঁধে নেবে? কোলে?
বকবে না তো? মারবে না?
বকলে বাবার সাথে আড়ি।
–বলো না মা, বাবা কে?
কবে আসবে?
খালি কাঁদে–
তোমার সাথে আড়ি।
কোল থেকে যায় উঠে চলে–
ফিরে আয় তুই আমার কোলে,
কেমনে বলি সে কথা
খোকা, আমি যে তোর মাতা!
কটু কথা শুনি কত জনের
কেউ যদি রাখে আপন মেনে,
ব্যর্থ হয় সকল আশা
কুমারী মা সমাজ লাঞ্ছিতা!
শাস্তি দিল আমার তোরে
বাবা যে তোর নয় মানুষরে,
কখনো তারে মৃত বলি;
হারিয়ে গেছে কখনো বলি;
দেখা যদি কোথাও হয়
দেখাবো তারে মোর তনয়
বঞ্চিত কাননের সার্থক ফুল

BANGLADARSHAN.COM

চিনতে তোরে তার যেন না হয় ভুল।
ভালবাসা তার যেদিনের
লাঞ্ছিত আর অপমানের,
যোগ্য উত্তরসূরী
আমার খোকা, কুমারী মায়ের কুঁড়ি।

BANGLADARSHAN.COM

বৃষ্টি

ওগো বৃষ্টি ধারা,
অবিশ্রান্ত ঝরঝর
মহাশূন্য হতে মাটির উপর
চিড়িয়া মেঘের অন্তর।
সকালের সূর্য ডুবেছে অন্তরালে
থেকে থেকে বিদ্যুৎ ঝলসায়,
গুরু গুরু রবে মেঘের বজরা
দিগন্ত থেকে দিগন্তে উড়ে যায়।
শ্বাসের বাতাস হয়েছে পাগল
দোলে বাঁশবন শন্ শন্ রবে,
ঢেউ খেলে চলে দীঘির জলে
ছোট্ট বকুল ঝরে নিরবে।
যদু পণ্ডিতের পাঠশালা ছুটি,
নৌকা গড়ার তাই পড়েছে ধুম-
কালী গয়ালিনীর গরুর পালরে
নাইতে নেমেছে রাখাল বুধুন।
মানপাতার ঐ বড় ছাতার তলে
ব্যাঙ ডাকে তালে তালে,
ডুব দিয়ে যায় মাছ পালিয়ে
বৃষ্টি ধারার ছন্দ বোলে।
গড়ের কানা পূর্ণ জলে
ঘাটপথ সব হয়েছে পিছল
কাদার মাঝে লাঙল কাঁধে
চাষী চলে বুনতে ফসল।
গুরু গুরু রবে তরসায় বালক-বালিকা
আঁচল তলে তাদের মুখটি ঘেরা,
ঠাম্মা শোনায় পাঁচালির গান –

BANGLADARSHAN.COM

রাজপুত্র রাজকন্যা পক্ষীরাজ ঘোড়া।
ছাঁচের ধারার তালে তালে
বাদল দিন পরে ঢলে,
কুটিরে জ্বলে দীপ করুন;
গরজনি সাথে বারি ঝরে চলে।
অবিশ্রান্ত বারিধারা
পাগল নদী দুকূল হারা
ডুবিছে ফসল জনপদ শ্রেনী
ওগো বৃষ্টি, করবে কী আজ জীবন হারা?

BANGLADARSHAN.COM

তিন কন্যা

আমার তিন কন্যা
পদ্ম, গোলাপ, বেলি।
আমি ধরিত্রী, সকাল সাঁঝে
তাদের মাঝে নয়ন মেলি।

পদ্ম আমার প্রথমা,
রূপে-গুণে সে অসামান্যা।
একদা ব্রাহ্মণ তারে চাইল,
সিঁদুরে তারে রাঙাল;
সে আমার বড় গর্ব,
সে যে বৈকুণ্ঠের অর্ঘ।
দিবস-রজনী দেবতার সাথে
সুখাভিলাসে তার দিন কাটে।

BANGLADARSHAN.COM

দ্বিতীয় গোলাপ আমার,
সার্থক রূপ-যৌবন তার।
জীবন তার অভিশাপ ময়
কেউ কি তারে নেবে না হায়?
দেবতা যে দ্বার খুলল না,
তার মন্দিরে প্রবেশ হলো না।
বিলায়ে যায় তার রূপ –
না ঘুচল তবু তার দুখ।

আমার কোলের বেলি,
শুভ্র বসনে ক্ষুদ্র নয়ন মেলি।
রূপে-গুণে সে ও অসামান্যা
সে আমার তৃতীয়া কন্যা।
সে যারে ভালবাসলো,
মায়া জালে তার বদ্ধ রইল;

তার প্রথম ফুলশয্যা
দেখল সে যে শরশয্যা!
হলনা না বেলির সংসার-ঘর
বাসর শয্যা সাজে তার উপর;
রোজ হয় তারে ফুটিতে
আলোর আঁধারে বাধা পড়িতে।

আমি ধরিত্রী, এরা আমার কন্যা
রূপে-গুণে তারা অনন্যা,
করল বিধি বিভেদ ওদের
কেমনে ঘুচবে দুঃখ তাদের?

BANGLADARSHAN.COM

কেমন আছো ধরিত্রী?

কেমন আছো ধরিত্রী
পরমানু নাশকতার যুগে–
ভাঙন, অবক্ষয় আর হিংস্রতায়
একাকী? বিষণ্ন?
মনে পড়ে, আমারি ছত্রছায়ায়
মানবের সৃষ্টি লাগি কত প্রয়াস তোমার,
ধাপে ধাপে একটু একটু করে
করে করেছিল শ্রেষ্ঠ জীব,
তারি হেতু আজ তোমার কান্না?
রক্ত পিশাচ প্রেতের দল
কায় ছেড়ে ঢুকেছ মানব অন্তরে
আমার প্রতিটি ঘ্রাণকে বিষাক্ত করেছে,
চাপা নিঃশ্বাসে তীব্র শ্বাস কষ্ট!
ধরিত্রী আজও পাও মাতৃত্বের মান?
যে রক্ত দুগ্ধ রূপে বাহিত করেছিলে মানব ধমনীতে
আছে দেখো শুধু লাল রং তার!
একাধীপত্যের বিষক্রিয়ায় জর্জরিত;
রক্তাক্ষয়ী জীবাণুতে ভরপুর।
যুগ যুগ ধরে তোমাকে বেচতে বেচতে ওরা আজ ক্লান্ত!
মুকুটের লোভ ছেড়ে হানছে তাই পরমানু।
যাক্‌না তাতে মমতার অন্তর দুমড়ে-মুচড়ে ভেঙে,
যাক জুড়তে তোমার মত ধরিত্রী পারবে না।
তোমাকে ছেড়ে চলে অন্যকারোর খোঁজ।

BANGLADARSHAN.COM

অনাবৃত

মাগো, দেবে একটুকরো কাপড়
অনাবৃত ঢাকি;
তোমাদের সভ্য সমাজ
আঙুল তুলে চেয়ে বলবে, আদিম!
আমি নবজাতক, তবুও লজ্জা পায়!
শতাব্দীর সভ্যতায় লজ্জা পায়!
ধুমকেতু ফুটো করা বিচিত্র আলোর আঁধারে
লজ্জা পায়!
শ্বাস রুদ্ধ চাপাপড়ার বাঁচার কাতরে
লজ্জা পায়!
গহন কিনারে নষ্ট পরমায়ুর চেতনায়
লজ্জা পায়!
নিশুত রাতে অঝর বর্ষার লাল রক্তে
লজ্জা পায়!
উন্মাদ জনতার শরীর দখলের লড়াই দেখে
লজ্জা পায়!
দীর্ঘায়ু বাণীর উচ্চারণের জড়তায়
লজ্জা পায়!
জনমের ক্ষুধায় কাতর সহযাত্রীর জন্ম দেখে
লজ্জা পায়!
আত্মপুরুষের ভাঙনের স্রোতে
লজ্জা পায়!

BANGLADARSHAN.COM

আশ্বিনের ঝড়

শরতের শুভ্র মেঘ মাঝে
সহসা বজ্রধ্বনি। চকিতে চমকায়
ধুলায় ধূসর ঘনায়িত মেঘরাশি
ধেয়ে আসে;
ঝলসিয়ে তার ছটা।
শুষে নেয়; তছনছ করে দেয়
শারদ উৎসবের কোলাহল।
আঁচড় কাটে আনন্দের জোয়ারে
ক্ষণিক আশ্বিনের ঝড়।

BANGLADARSHAN.COM

রজণীগন্ধ্যা

বসন্তের যৌবন লাবন্য বেশবাস
সিক্ত ঘ্রাণে লিপ্ত দেহে,
দখিনা বাতাসে গন্ধটুকু যবে মেশে।
প্রথম যৌবনের অনন্ত বাসর সুখ
সৌন্দর্য বিকাশের আকাঙ্খা ধন
গৃহে, প্রাণে, দেহে-অন্তরে
শতজন মাঝে।
রাশি রাশি ভালবাসা
সমস্ত হৃদয় দিয়ে,
কখনো জোছনায় মায়াবী নেশায়
নবীন বসন্ত সমীরণে
প্রিয় বাক্য কেহ শোনায়,
কি সুন্দর, কি অপরূপা তুমি!
কি মধুর সৌরভ তব;
অবারিত এই প্রেমের ভবনে।

BANGLADARSHAN.COM

স্ব-এর স্বত্ব

আমার প্রথম প্রেম নীলাঞ্জনা নয়,
আমার প্রথম প্রেম শ্যামা, শ্যামলী।

আমার প্রথম প্রেম একরাশ গোলাপ নয়,
আমার প্রথম প্রেম অঝরে ঝরা বকুল রাশি।

আমার প্রথম প্রেম মধুর হাসিতে নয়,
আমার প্রথম প্রেম কাদামাখা উলঙ্গ শিশুটিতে।

আমার প্রথম প্রেম অন্তহীন চোখেতে নয়,
আমার প্রথম প্রেম ব্যর্থতার ইশারায়।

আমার প্রথম প্রেম প্রেমপত্রে নয়
আমার প্রথম প্রেম মৃত্যুদণ্ডের স্বাক্ষরে।

BANGLADARSHAN.COM

নিমন্ত্রণ

নগর তোমারে আজ জানাই আমন্ত্রণ,
গ্রামের নবান্নে আসার নিমন্ত্রণ।
কভু তুমি করেছ নবান্ন?
হেমন্তের নতুন চালের অন্ন;
সাথে থাকে ঈশ্বরের আশীর্বাদ
আর মাটির সাথ।
কুয়াশা ঝরা অঘ্রাণ ভোরে
নতুন গুড়ের হাত ধরে,
মিঠাই সাজিয়ে থরে থরে
তথায় লক্ষ্মী আসে ঘরে।
নতুন চালের গন্ধে,
বাতাস বহে তারি ছন্দে;
ঝাঁকরি সাজায় ফলে;
কত না রন্ধন চলে,
নানা ব্যঞ্জনাদি ভরে।
নব বস্ত্র পরে,
বাল-বৃদ্ধা বসে
তথায় নবান্ন আসে।
এ আমার মেঠো পার্বন
তারি আনন্দে ভরে মন।
এ আনন্দ তুমিও পাবে,
আমারি নবান্ন যদি নেবে।
নগর, তোমারে আজ জানালাম আমন্ত্রণ,
আমার নবান্নে আসার নিমন্ত্রণ।

BANGLADARSHAN.COM

প্রদীপের নীচে পড়ে থাকা অন্ধকার

আমি প্রদীপের নীচে পড়ে থাকা অন্ধকার।
আমারি সাধনার শিখায়
নিজেরে করি দাহ, অহরহ;
অন্যেরে দিতে আলো বাইরে-অন্তরে।
মোর প্রয়াস সাধনার শ্রম
জ্বলতে থাকে জ্বল জ্বল।
শুধু পড়ে থাকি আমি একা
প্রদীপের নীচের একচিলতে আঁধার ঘরে।

BANGLADARSHAN.COM